সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সাইফ উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদক
মিনা মাসুদ উজ্জামান
অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

আহ্বায়ক
মোঃ বুলবুল আহমেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য
আহমাদ মাসুদ, উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ মোর্তজা মোর্শেদ, উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ শাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন শাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শিউলি আকতার, উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি শাখা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ ফরহাদ মাহমুদ সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মোঃ কোরবান আলী, গ্রন্থাগারিক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সদস্য-সচিব
মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশক, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও গ্রন্থস্বত্ব
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
আগস্ট, ২০২৩

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভূমিকা	১৯
০২	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনগত ভিত্তি	১৯
০৩	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) পরিচিতি	২০
০৪	অধিদপ্তরের কার্যক্রম	২১
০৫	জনবলের তথ্য ও পরিসংখ্যান	২২
০৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অর্জন	২৩
০৭	বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্যসচিব	২৪
০৮	প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান	২৫
০৯	শ্রম পরিদর্শন	২৭
১০	গণশুনানি নিষ্পত্তি	২৮
১১	কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান	২৯
১২	সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য	৩০
১৩	উদ্বুদ্ধকরণ সভা	৩১
১৪	বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা সংক্রান্ত তথ্য	৩১
১৫	শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা	৩২
১৬	প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ	৩২
১৭	আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	৩৩
১৮	শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি	৩৪
১৯	লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন	৩৫
২০	শ্রম আইন লঙ্ঘন, শাস্তি প্রদান, মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি	৩৬
২১	নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান	৩৭
২২	কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক	৩৯
২৩	শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম	৪০
২৪	শ্রম পরিদর্শন সার্ভিস সম্পর্কিত আইন ও বিধি	৪১
২৫	কারখানা সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি	৪১
২৬	২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয়	৪২
২৭	কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়	৪৩
২৮	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৪৪
২৯	উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কার্যক্রম	৪৭
৩০	ইনোভেশন ও ডিজিটাল সেবা বিষয়ক কার্যক্রম	৫০
৩১	ডাইফ হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)	৫৬
৩২	তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম	৫৭
৩৩	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ডাইফ	৫৮
৩৪	ফটোগ্যালারি	৫৯

ভূমিকা

সকলের জন্য দেশে উৎপাদনশীল ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE)। বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে দেশের কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ, শিশুশ্রম নিরসন, সেইফটি কমিটি গঠন, কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ, আইনানুগ কর্মঘণ্টা ও মজুরি বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়াদি তদারকি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে DIFE। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার এবং বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্ত নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর।

প্রধান কার্যালয়ের পাঁচটি অধিশাখা নিম্নরূপ:

১. প্রশাসন অধিশাখা
২. সাধারণ অধিশাখা
৩. সেইফটি অধিশাখা
৪. স্বাস্থ্য অধিশাখা
৫. অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম, গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, কারখানার লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন, অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়, জনবল, ডিজিটাল সেবা, অন্যান্য সেবাসমূহ এবং সামগ্রিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন নিম্নরূপ:

ভিশন:
নিরাপদ কর্মস্থল, শোভন কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনমান।

মিশন:

- ❖ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনের পদক্ষেপ
- ❖ কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সেইফটির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- ❖ নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনগত ভিত্তি

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর কনভেনশন-৮১ (শ্রম পরিদর্শন কনভেনশন, ১৯৪৭) অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র ও কার্যকর পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। উক্ত কনভেনশনের অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে স্বাধীনতা পূর্বকালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আমলে ১৯৭০ সালে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর একটি স্বতন্ত্র পরিদপ্তর হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পরিদপ্তরকে 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর'-এ উন্নীত করা হয়। দেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য সাংবিধানিকভাবে প্রবর্তিত ২০০৬ সালের ৪২ নং আইন, তথা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২ (৪৭) এর সংজ্ঞায় অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী বা মহাপরিদর্শক ও অধীনস্থ অন্যান্য নির্বাহী পদের পরিচিতি, ধারা ৩১৮ তে তাঁদের নিয়োগ, এলাকা নির্ধারণ ও ক্ষমতা বণ্টনের বিধান এবং ধারা ৩১৯ এ তাঁদের সকলের আইনগত ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) পরিচিতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রম বিষয়ক প্রথম আইন কারখানা আইন ১৮৮১ প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে সরকারি পরিদর্শন কার্যক্রম স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত অন্যান্য শ্রম আইনেও সরেজমিন পরিদর্শনের বিধান রাখা হয়।

শ্রম প্রশাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২০ সালে মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে দুটি লেবার কমিশনার পদ এবং লেবার কমিশনারের অধীনে অতিরিক্ত লেবার কমিশনার, ডেপুটি লেবার কমিশনার, সহকারি লেবার কমিশনার ও লেবার অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লেবার কমিশনার পদ ও এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু থাকে। ১৯৫৮ সালে লেবার কমিশনার পদবি পরিবর্তন করে শ্রম পরিচালক করা হয়।

উল্লেখ্য যে, শ্রম প্রশাসনের অংশ হিসেবে শ্রম পরিদর্শন কর্মকাণ্ড প্রথমে লেবার কমিশনার ও পরবর্তীতে শ্রম পরিচালকের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো। তবে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার অধিভুক্ত শ্রম আইনের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি আইএলও কনভেনশন-৮১ এর প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রম নীতি ও এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত ৮১ নং আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ০১ জুলাই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে বিদ্যমান শ্রম আইনসমূহের জন্য প্রধান পরিদর্শক পদকে পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়।

সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

স্বতন্ত্র পরিদপ্তর হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পর সে সময়ে প্রচলিত শ্রম সম্পর্কিত ৪৬টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও রেগুলেশন্স শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে বলবৎ করার দায়িত্ব পরিদর্শন পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। ঢাকায় প্রধান কার্যালয়সহ পুরাতন চারটি বিভাগে চারটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির আলোকে পরিদর্শন কাঠামোকে দু'টি শাখা, যথা: কারখানা শাখা এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখায় বিভক্ত করে পরিদপ্তরের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আবার শ্রম আইনের বিধানাবলীর প্রকৃতিগত ভিন্নতার আলোকে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান শাখার পরিদর্শন কার্যক্রম তিনটি ভাগে, যথা: (১) প্রকৌশল (২) মেডিকেল ও (৩) সাধারণ নামে বিভক্ত ছিল। এ সময় অনুমোদিত পদসংখ্যা ছিল ২০৪।

পরবর্তীতে ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প" গৃহীত হয়। উক্ত প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের ২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এ পরিদপ্তরের আওতায় রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এর ফলে পরিদপ্তরের জনবল ২০৪ হতে ২২৬ জনে উন্নীত হয়। এ পরিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই তারিখে আরও ৫৯টি পদ বছর বছর সংরক্ষণ ভিত্তিতে সৃজিত হয়। ফলে জনবলের সংখ্যা ২৮৫ জনে উন্নীত হয়। অতঃপর ৩১-০১-২০১২ তারিখে পুনরায় একই পদ্ধতিতে আরও ২৯টি পদ সৃজন করায় মোট পদের সংখ্যা হয় ৩১৪ জন।

সর্বশেষ, বাংলাদেশের পোশাকখাতে সৃষ্ট কয়েকটি দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক মহলের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলের সেইফটি, স্বাস্থ্য, কল্যাণসহ আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পরিদপ্তরকে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর"-এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত ০১টি প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১১৫৬ যার মধ্যে পরিদর্শকের পদ ৭১১। অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হলো 'মহাপরিদর্শক', যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। সরকারের একজন যুগ্মসচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিক নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সর্বশেষ সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধিত, ২০২২) এর বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কলকারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, বন্দর, ডক, রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন এবং এ সংক্রান্ত ফি গ্রহণ।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরিবিধি অনুমোদন।
- কারখানা নির্মাণ/প্রতিষ্ঠা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমোদন ও লে-আউট নকশা অনুমোদন করা।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- আইন অমান্যকারী মালিক/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।
- জাতীয় উদ্যোগের (National Initiative) আওতায় অ্যাসেসমেন্টকৃত কারখানার সংস্কার কাজের তদারকি করা।
- আইএলও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আইএলও এর বিবিধ প্রশ্নমালার জবাব তৈরি করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরি, কাজের অবস্থা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সার্ভে রিপোর্ট তৈরি সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এবং বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

জনবলের তথ্য ও পরিসংখ্যান

(জুন, ২০২৩ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

ক্র: নং	পদ	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ	শূন্যপদ নিয়োগ প্রক্রিয়া			
						পদোন্নতির মাধ্যমে	সরাসরি	১০% সংরক্ষণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	মহাপরিদর্শক	২য়	১	১	০	০	০	০	০
০২	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক	৩য়	১	১	০	০	০	০	০
০৩	যুগ্মমহাপরিদর্শক	৫ম	৫	০	৫	৫	০	০	৫
০৪	উপমহাপরিদর্শক	৬ষ্ঠ	৪০	৮	৩২	৩২	০	০	৩২
০৫	প্রোগ্রামার	৬ষ্ঠ	১	০	১	০	১		১
০৬	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)	৯ম	১১১	৩৮	৭২	৬২	১০	১	৭২
০৭	সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	৯ম	৪১	২৩	১৮	১৭	১	০	১৮
০৮	সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)	৯ম	৪৯	২৪	২৫	১৮	৭	০	২৫
০৯	পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০
১০	তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা	৯ম	১	১	০	০	০	০	০
১১	গ্রন্থাগারিক	৯ম	১	১	০	০	০	০	০
১২	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯ম	১	০	১	০	১	০	১
১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	৯ম	১	০	১	০	১	০	১
১৪	আইন কর্মকর্তা	৯ম	২	১	১	০	১	০	১
১৫	সহকারী মেইনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯ম	১	০	১	০	১	০	১
১৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	১	১	০	০	০	০	০
১৭	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)	১০ম	৩০০	২১৫	৭৭	২	৭৫	৮	৭৭
১৮	শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি)	১০ম	৮৬	৩৮	৪৪	০	৪৪	৪	৪৪
১৯	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)	১০ম	৭৭	৪৮	২৭	০	২৭	২	২৭
২০	পরিসংখ্যান সহকারী	১৩তম	১	০	১	০	১	০	১
২১	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	৬	৩	৩	০	৩	০	৩
২২	কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	১	১	০	০	০	০	০
২৩	প্রধান সহকারী	১৩তম	৫	১	৪	০	৪	০	৪
২৪	হিসাব রক্ষক	১৩তম	১	১	০	০	০	০	০
২৫	উচ্চমান সহকারী	১৪তম	২২	১৯	৩	৩	০	০	৩
২৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪তম	৭	৩	৪	০	৪	০	৪
২৭	স্টোর কিপার	১৬তম	১	০	১	০	১	০	১
২৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	১৫২	৮৪	৬৮	৬০	৮	০	৬৮
২৯	হিসাব সহকারী	১৬তম	২	১	১	০	১	০	১
৩০	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬তম	১	০	১	০	১	০	১
৩২	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর টেকনিশিয়ান	১৬তম	১	১	০	০	০	০	০
৩৩	গাড়ি চালক	১৬তম	৩৬	২৫	১০	০	১০	১	১০

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

ক্র: নং	পদ	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য পদ	শূন্যপদ নিয়োগ প্রক্রিয়া			
						পদোন্নতির মাধ্যমে	সরাসরি	১০% সংরক্ষণ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৪	অফিস সহায়ক	২০তম	১৪৭	৩৩	১০৩	০	১০৩	১১	১০৩
৩৫	নিরাপত্তা প্রহরী	২০তম	৫	৫	০	০	০	০	০
৩৬	মালী	২০তম	১	১	০	০	০	০	০
৩৭	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২০তম	৫	৪	১	০	১	০	১
		মোট	১১১৬	৫৮৩	৫৩৩	১৯৯	৩০৭	২৭	৫৩৩

আউটসোসিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত সেবাকর্মী

ক্র: নং	পদ	রাজস্বখাতে অনুমোদিত আউটসোর্সিং পদ	আউটসোর্সিং সেবা ক্রয়ের মাধ্যমে
১	২	৩	৪
০১	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৮
০২	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২০	৮
	মোট	৪০	১৬

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অর্জন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৩,২৩৭টি, ৮৬৬৬টি, ১০০২৪টি, ১০৫৫৮টি এবং ১০৫২৩টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইনের আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ, টেকসই উন্নয়ন, ভিশন-২০২১ এবং বদ্বীপ-২১০০ এর সাথে সংগতি রেখে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর অংশ হিসেবে Labour Inspection Management Application (LIMA) নামে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ডাইফ ওয়ান ক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম, ডাইফ ইনভেন্টরি রিকুইজিশন সিস্টেম, ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দ্রুত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সমন্বয় করা হয়। ডাইফ একসেবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডাইফের প্রদত্ত সকল সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) (২০২২-২৩)

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
০১	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩৪০০০	৪৭৮২৬
০২	শিশুশ্রম নিরসন	সংখ্যা	২৫০০	৩৪৬০
০৩	উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন	সংখ্যা	৭৫০	১০৩৯
০৪	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১৫০০	২০৭৬
০৫	নতুন লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তিকৃত	শতকরা	১০০%	১০০%
০৬	নবায়নকৃত লাইসেন্স প্রদান	সংখ্যা	২৫০০০	৩১৩৩৮
০৭	অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	শতকরা	৮০%	৮৩.১৩%
০৮	ম্যানুয়ালি প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	শতকরা	৮০%	৯৪.৩৬%
০৯	দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ	শতকরা	৯০%	৮০.৪৭%
১০	গ্রুপ বীমা চালু নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	১০	৯৭
১১	প্রশিক্ষণার্থী (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৪৫০	১৫৮৭

উৎস: পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, ২০২৩

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্যসচিব

ক্রমিক নং	কমিটির/পদের নাম	আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সদস্যসচিব
০১	নৈতিকতা কমিটি	আহ্বায়ক: মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সদস্যসচিব: আহমদ মাসুদ, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা, প্রধান কার্যালয়।
০২	ইনোভেশন টিম	আহ্বায়ক: অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সদস্যসচিব: সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়।
০৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	আহ্বায়ক: মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা।
০৪	শুদ্ধাচার কমিটি	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: আহমদ মাসুদ, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা, প্রধান কার্যালয়। বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা: মোঃ শরিফুল ইসলাম, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
০৫	এসডিজি (SDG) কমিটি	আহ্বায়ক: আহমদ মাসুদ, উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), প্রধান কার্যালয়। সদস্যসচিব: মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়।
০৬	তথ্য অধিকার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা)	**আপীল কর্মকর্তা:** মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: মোঃ ফরহাদ মাহমুদ সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: স্ব স্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৭	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা	**আপীল কর্মকর্তা:** মোঃ মহিদুর রহমান, যুগ্মসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রধান কার্যালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা: যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। প্রধান কার্যালয়ের বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা: নুসরাত জাহান, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা: স্ব স্ব কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শকগণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৮	প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা	মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।
০৯	সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি	আহ্বায়ক: মোঃ হাসিবুজ্জামান, যুগ্মমহাপরিদর্শক, প্রধান কার্যালয়। সদস্যসচিব: মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
১০	নারীর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে "Complaint Committee"	আহ্বায়ক: মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন, যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য অধিশাখা), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। সদস্যসচিব: তাস্মিন হক, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়।

উৎসঃ প্রশাসন অধিশাখা (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

প্রশিক্ষণ বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	কর্মঘণ্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
০১.	চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াবলী	১দিন	৫০ জন
০২.	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	১দিন	৩০ জন
০৩.	সিটিজেন চার্টার	১দিন	৩১ জন
০৪.	জাতীয় তথ্য বাতায়ন ব্যবস্থাপনা	১দিন	৪৭ জন
০৫.	তথ্য অধিকার	১দিন	৩০ জন
০৬.	৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১দিন	২৬ জন
০৭.	চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াবলী	১দিন	৩০ জন
০৮.	তথ্য অধিকার	১দিন	৩২ জন
০৯.	ডি-নথি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২দিন	২৪ জন
১০.	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবা নির্বাচন এবং আউটেসোর্সিংএর সম্ভাব্য পদ্ধতি নির্ধারণ	১দিন	৩০ জন
১১.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন-২০২২	১দিন	৩০ জন
১২.	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	১দিন	৩০ জন
১৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	৩০ জন
১৪.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন	১দিন	৩০ জন
১৫.	মোটরযান আইনের মৌলিক বিষয়াবলী	১দিন	২৬ জন
১৬.	"APAMS সফটওয়্যার" শীর্ষক ওয়ার্কশপ	২দিন	৫০ জন
১৭.	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	০১ দিন	২০ জন
১৮.	সিটিজেন চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	২০ জন
১৯.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	১দিন	২০ জন
২০.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	২০ জন
২১.	ডি-নথি প্রশিক্ষণ	২দিন	৩৫ জন
২২.	ডি-নথি প্রশিক্ষণ	২দিন	২৭ জন
২৩.	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	১দিন	২০ জন
২৪.	ডি-নথি প্রশিক্ষণ	২দিন	২৭ জন
২৫.	সিটিজেন চার্টার	১দিন	৩০ জন
২৬.	"কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	১দিন	৩৫ জন
২৭.	"চাকরি সংক্রান্ত বিষয়াবলী" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০ জন
২৮.	৪র্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় কর্মশালা	১ দিন	৪৩ জন
২৯.	"APAMS সফটওয়্যার" শীর্ষক ওয়ার্কশপ	১ দিন	৫০ জন

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	কর্মঘণ্টা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
৩০.	"বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫"	১ দিন	৩৫ জন
৩১.	"অডিট সফটওয়্যার বিষয়ক" প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩০ জন
৩২.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৫ জন
৩৩.	পেনশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ দিন	৩৫ জন
৩৪.	মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (অনলাইনে)	১ দিন	৩২ জন
৩৫.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর প্রশিক্ষণ	২ দিন	৬৫ জন
৩৬.	জাতীয় মজুরী নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	২৪ জন
৩৭.	ডিজিটাল সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	৩৫ জন
৩৮.	জাতীয় মজুরী নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	১দিন	২৪ জন
৩৯.	শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ খসড়া প্রস্তুত সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ	২দিন	৫০ জন
৪০.	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NOSHTRI)-এর ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	২দিন	৫০ জন
৪১.	লিডারশীপ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২দিন	৩৫ জন
৪২.	মাইক্রোসফট অফিস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২দিন	৩৫ জন
৪৩.	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	৩০ জন
৪৪.	চাকুরির বিধিমালা অনুমোদন সংক্রান্ত আইনি বিধানাবলি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	৩৫ জন
৪৫.	আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২দিন	২৬ জন
৪৬.	মামলা ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১দিন	৩৫ জন
৪৭.	APA প্রস্তুতকরণ বিষয়ক কর্মশালা	১দিন	৩৫ জন

উৎসঃ প্রশাসন অধিশাখা, ২০২৩

০১। মোট প্রশিক্ষণ = ৩৮ টি, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা = ১২৩৫ জন।

০২। মোট কর্মশালা/সেমিনার = ০৯ টি, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা = ৩৫২ জন।

মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা = ১৫৮৭ জন।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

শ্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশে শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই অধিদপ্তর। কর্মক্ষেত্রে শ্রমের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বাস্তবায়ন, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও মালিকের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে শ্রম পরিদর্শন করা হয়:

শ্রম পরিদর্শনের শ্রেণীবিন্যাস

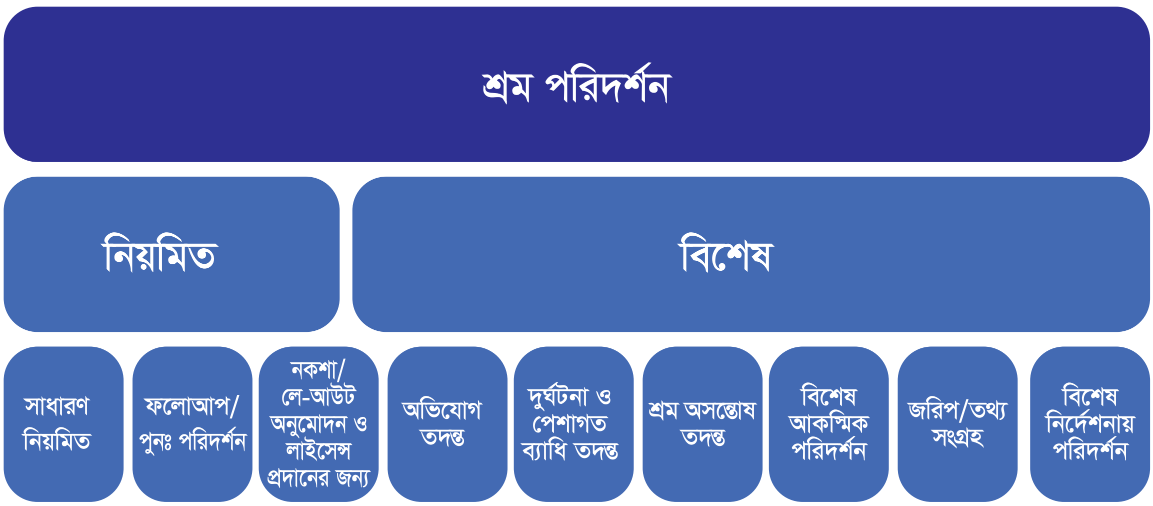

শ্রম পরিদর্শন প্রধানত দুই প্রকার:

১. রুটিন পরিদর্শন

- ১.১ নিয়মিত/রুটিন পরিদর্শন
- ১.২ ফলোআপ/পুনঃপরিদর্শন

২. বিশেষ পরিদর্শন

- ২.১ নকশা/লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং লাইসেন্স প্রদানের জন্যে পরিদর্শন
- ২.২ দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির তদন্তে পরিদর্শন,
- ২.৩ শ্রমিকের অভিযোগ তদন্তে পরিদর্শন,
- ২.৪ সৃষ্ট শ্রম অসন্তোষজনিত পরিদর্শন
- ২.৫ বিশেষ বিষয়ে আকস্মিক পরিদর্শন (যেমন-শিশু নিয়োগ, মহিলা নিয়োগ, অতিরিক্ত কাজ ইত্যাদি)
- ২.৬ বিশেষ জরিপ বা তথ্য সংগ্রহে পরিদর্শন
- ২.৭ বিশেষ নির্দেশনায় পরিদর্শন।

কারখানা/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে পরিদর্শনপূর্বক অবগতকরণের উপর ভিত্তি করে পরিদর্শন দুই প্রকার:

ঘোষিত (Announced): যেসব পরিদর্শনের ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণাদি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সেসব পরিদর্শন ঘোষিত হতে পারে। ঘোষিত পরিদর্শনের পূর্বে ভ্রমণসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিতকরণের মাধ্যমে করা হয়।

অঘোষিত (Unannounced): বিশেষ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণত অঘোষিত পরিদর্শন হয়। অঘোষিত পরিদর্শন কোনরূপ পূর্বপরিকল্পনা ও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই পরিস্থিতির প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৭৮২৬টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	মাসের নাম	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	মোট পরিদর্শন (১+২+৩+৪)
		১	২	৩	৪	৫
০১	জুলাই, ২০২২	২৪৮	১১৯৮	৬০৮	১৬২৭	৩৬৮১
০২	আগস্ট, ২০২২	২৮৭	১২৮২	৭২৪	১৬১৩	৩৯০৬
০৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	২৭৬	১৩৯৮	৮০৯	১৬৭৫	৪১৫৮
০৪	অক্টোবর, ২০২২	২৭৮	১১৬৪	৮৭৩	১৫২০	৩৮৩৫
০৫	নভেম্বর, ২০২২	২৯২	১২৬৪	৯২৫	১৬৭১	৪১৫২
০৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৩০৫	১৪৪৮	১০১৬	১৭৫৩	৪৫২২
০৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৩০৭	১৩৮৭	৯৮২	১৮০৪	৪৪৮০
০৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৩৪৯	১৩৯৩	৯৬১	১৫৪৮	৪২৫১
০৯	মার্চ, ২০২৩	২৯১	১৫৬৮	৮২৮	১৬৮৯	৪৩৭৬
১০	এপ্রিল, ২০২৩	২৯২	১১০২	৮৬০	১৪৪৭	৩৭০১
১১	মে, ২০২৩	২৩৮	৯৪২	৬৪৯	১৯০৯	৩৭৩৮
১২	জুন, ২০২৩	২২৬	৯৭৮	৬১৩	১২০৯	৩০২৬
	মোট	**৩৩৮৯**	**১৫১২৪**	**৯৮৪৮**	**১৯৪৬৫**	**৪৭৮২৬**

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

গণশুনানি নিষ্পত্তি

শ্রমখাতে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃজনের লক্ষ্যে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানি আয়োজন করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৬০ দিন গণশুনানি আয়োজনের মাধ্যমে ১১১১ জন সেবা প্রত্যাশীর ১০৮২টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

গণশুনানি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	মাসের নাম	গণশুনানি আয়োজন		
		দিনের সংখ্যা	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা
০১	জুলাই, ২০২২	৭৬	৬২	৫৯
০২	আগস্ট, ২০২২	৭৮	৭৩	৭৩
০৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৭৭	১০৫	১০৬
০৪	অক্টোবর, ২০২২	৬৫	১০৭	১০৭
০৫	নভেম্বর, ২০২২	৮৩	৯৯	৯৯
০৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৯১	৮৫	৮৩
০৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৮৯	৯১	৯৮
০৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৮০	৯১	৮৯
০৯	মার্চ, ২০২৩	৯০	৯১	৯১
১০	এপ্রিল, ২০২৩	৭২	৮৮	৮৬
১১	মে, ২০২৩	৮২	৯১	৮৬
১২	জুন, ২০২৩	৭৭	১২৮	১০৫
	মোট	**৯৬০**	**১১১১**	**১০৮২**

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ২,৩২,৯৫,২৫২ (দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুইশত বায়ান্ন) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং.	মাস	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকা)
১	জুলাই, ২০২২	৪	৩০	৬	১৪,০০,০০০
২	আগস্ট, ২০২২	৪	০	৯	৮,০৫,৫০২
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৪	২	৯	৮,০০,০০০
৪	অক্টোবর, ২০২২	৫	০	৫	০
৫	নভেম্বর, ২০২২	২	০	৩	৪,০০,০০০
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৭	০	৪	৩৩,৫৯,০০০
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	১	১	০	৩,৩৮,৭৫০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১	০	১	৬,০০,০০০
৯	মার্চ, ২০২৩	৪	২৭	১০	১২৯,০০,০০০
১০	এপ্রিল, ২০২৩	১	৯	৩	০
১১	মে, ২০২৩	২	০	৪	৩,০০,০০০
১২	জুন, ২০২৩	৪	১	৪	২৩,৯২,০০০
মোট		৩৯	৭০	৫৮	২,৩২,৯৫,২৫২

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২৩

সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৭৮০টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ৩৮১৯টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ২৯২০টি; মোট ৬৭৩৯টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	সেইফটি কমিটির সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২২	৫৬
২	আগস্ট, ২০২২	১০৩
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৮২
৪	অক্টোবর, ২০২২	৪৬
৫	নভেম্বর, ২০২২	৬৮
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৯২
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৯১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৩৯
৯	মার্চ, ২০২৩	৫৬
১০	এপ্রিল, ২০২৩	৫৮
১১	মে, ২০২৩	৫৬
১২	জুন, ২০২৩	৩৩
	সর্বমোট	৭৮০

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২৩

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরে মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ১০৩৯টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্বুদ্ধকরণ সভা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং.	মাসের নাম	উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২২	২৬
২	আগস্ট, ২০২২	৭৬
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৯৬
৪	অক্টোবর ২০২২	১০৯
৫	নভেম্বর, ২০২২	১৩৩
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	১৪২
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৯৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৯৪
৯	মার্চ, ২০২৩	১০৫
১০	এপ্রিল ২০২৩	৬৭
১১	মে, ২০২৩	৫২
১২	জুন, ২০২৩	৪১
	মোট	১০৩৯

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ৯৯ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৯৭টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালু করা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	কারখানা/প্রতিষ্ঠান সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২২	১
২	আগস্ট, ২০২২	৩
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৬
৪	অক্টোবর, ২০২২	১
৫	নভেম্বর, ২০২২	১৩
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	১২
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	২০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১১
৯	মার্চ, ২০২৩	৯
১০	এপ্রিল, ২০২৩	৮
১১	মে, ২০২৩	৯
১২	জুন, ২০২৩	৪
	মোট	৯৭

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২৩

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। কর্মরত নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩১৮টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত ৩৮৯টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

শিশুকক্ষ স্থাপন এবং উদ্বুদ্ধকরণ সভা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	মাসের নাম	স্থাপিত ডে-কেয়ারের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা
০১	জুলাই, ২০২২	১৪	১০
০২	আগস্ট, ২০২২	২১	২২
০৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	১৯	২৩
০৪	অক্টোবর, ২০২২	২৫	৪২
০৫	নভেম্বর, ২০২২	৪৬	৫৪
০৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৪২	৬০
০৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৫২	৫০
০৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	২৭	৩৬
০৯	মার্চ, ২০২৩	৩০	৩১
১০	এপ্রিল, ২০২৩	১৮	২০
১১	মে, ২০২৩	১৫	২১
১২	জুন, ২০২৩	৯	২০
	মোট	৩১৮	৩৮৯

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২৩

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ

শ্রম পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ১৬৮০৫ জন এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৭৫,১২,৬১,৪৩০ (পঁচাত্তর কোটি বারো লক্ষ একষট্টি হাজার চারশত ত্রিশ) টাকা।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	মাস	শ্রমিকের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ
০১	জুলাই, ২০২২	৫২২	২২২৯৬০২৩
০২	আগস্ট, ২০২২	১১৮৯	৪৩৮৮১৮৩৫
০৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৭০৮	১১৪৭৯০১৬২
০৪	অক্টোবর, ২০২২	৬৯৪	৯১০৪০৬০১
০৫	নভেম্বর, ২০২২	১৩৫৬	৯৪৮৬৪২০১
০৬	ডিসেম্বর, ২০২২	১২২৬	৪৮৭৮৭২৪৯
০৭	জানুয়ারি, ২০২৩	২৩৮০	৭৭৩৬৮৮৩৩
০৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৩৩৪২	১০৬৭৬২৯৪২
০৯	মার্চ, ২০২৩	১৫৪৯	৫৩৩১৪৭৮৬
১০	এপ্রিল, ২০২৩	১১০০	২৮৬৭৪৯২০
১১	মে, ২০২৩	১৫৩৭	৩৬১৯৪০৯২
১২	জুন, ২০২৩	১২০২	৩৩২৮৫৭৮৬
	মোট	১৬৮০৫	৭৫১২৬১৪৩০

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২৩

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৭৬টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৭৩টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ৮৯,৭৪,৬৩৮ টাকা।

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংবলিত তথ্য

ক্রমিক নং	মাসের নাম	নতুন লাইসেন্স এর সংখ্যা	নবায়নকৃত লাইসেন্স সংখ্যা	রাজস্ব আয়
		১	২	৩
০১	জুলাই, ২০২২	১৫	৯	৩৭১০০০/-
০২	আগস্ট, ২০২২	১৫	১৪	৪৯৩০০০/-
০৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৫	২০	৩৫২৭৫০/-
০৪	অক্টোবর, ২০২২	১৫	১৯	৬৭৫৭৫০/-
০৫	নভেম্বর, ২০২২	১৭	৫২	১২৩০১৮৮/-
০৬	ডিসেম্বর, ২০২২	২৩	৩৫	১১৮৩২৫০/-
০৭	জানুয়ারি, ২০২৩	১২	১৫	৫৫০২৫০/-
০৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৮	২৪	৬৩৫৭৫০/-
০৯	মার্চ, ২০২৩	১৪	৩০	৯৫০২৫০/-
১০	এপ্রিল, ২০২৩	১০	১৫	৬৭৭৪৫০/-
১১	মে, ২০২৩	১৪	২২	৯৩৪২৫০/-
১২	জুন, ২০২৩	২৮	১৮	৯২০৭৫০/-
	মোট	**১৭৬**	**২৭৩**	**৮৯,৭৪,৬৩৮/-**

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৫৮৮১টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৭৪.৭০% অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং.	মাসের নাম	জুলাই ২০২২ - জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য									
		প্রচলিত পদ্ধতিতে	হেল্পলাইন	লিমার মাধ্যমে	ই-মেইলের মাধ্যমে	মাসভিত্তিক প্রাপ্ত অভিযোগ (১+২+৩+৪)	পূর্ববর্তী মাসের অনিষ্পন্ন অভিযোগের জের	মোট প্রাপ্ত অভিযোগ (পূর্ববর্তী মাসের অনিষ্পন্ন অভিযোগের জেরসহ) (৫+৬)	মাসভিত্তিক নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	অনিষ্পন্ন অভিযোগ	মাসভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তির শতকরা হার (%)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জুলাই, ২০২২	২০৭	৪৯	১	১	২৫৮	০	২৫৮	২২৭	৩১	৮৭.৯৮%
২	আগস্ট, ২০২২	৩৪০	৬২	০	২	৪০৪	৩১	৪৩৫	৪১৩	২২	৯৪.৯৪%
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৩৪৫	৮৪	০	০	৪২৯	২২	৪৫১	৩৮৭	৬৪	৮৫.৮১%
৪	অক্টোবর, ২০২২	৩৬২	৫৬	৪	২	৪২৪	৬৪	৪৮৮	৪২০	৬৮	৮৬.০৭%
৫	নভেম্বর, ২০২২	৩৮৪	৮০	০	১	৪৬৫	৬৮	৫৩৩	৪৩২	১০১	৮১.০৫%
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৩০৩	৯০	০	১	৩৯৪	১০১	৪৯৫	৩৭৯	১১৬	৭৬.৫৭%
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৩১৬	৪৩	৩	১	৩৬৩	১১৬	৪৭৯	৩৮৯	৯০	৮১.২১%
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	২৭০	৭০	১	৩	৩৪৪	৯০	৪৩৪	৩১২	১২২	৭১.৮৯%
৯	মার্চ, ২০২৩	৩০৮	৭৩	৩	৪	৩৮৮	১২২	৫১০	৩৯৬	১১৪	৭৭.৬৫%
১০	এপ্রিল ২০২৩	৮৮	১৭৬	১৬	০	২৮০	১০১	৩৮১	২৬০	১২১	৬৮.২৪%
১১	মে, ২০২৩	১০৫	২০৩	৬৩	১৫	৩৮৬	১৩০	৫১৬	৩৩৬	১৮০	৬৫.১২%
১২	জুন, ২০২৩	১০২	১৭	৬২১	৪	৭৪৪	১৫৭	৯০১	৪৪২	৪৫৯	৪৯.০৬%
	মোট	৩১৩০	১০০৩	৭১২	৩৪	৪৮৭৯	১০০২	৫৮৮১	৪৩৯৩	১৪৮৮	৭৪.৭০%

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি নিয়মিত ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ১০,২০৫টি কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৩১,৩৩৮টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়নের তথ্য

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রদত্ত লাইসেন্সের সংখ্যা					প্রদত্ত নবায়নের সংখ্যা				
		কারখানা		প্রতিষ্ঠান	দোকান	মোট (১+২+৩+৪)	কারখানা		প্রতিষ্ঠান	দোকান	মোট (৬+৭+৮+৯)
		আরএমজি	নন-আরএমজি				আরএমজি	নন-আরএমজি			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জুলাই, ২০২২	১৩	১১৮	১১৮	১২৪	৩৭৩	৫৮৬	৪২৫১	১৭৫৬	১০৬৩	৭৬৫৬
২	আগস্ট, ২০২২	১৬	১৭৯	১২৮	২৫৯	৫৮২	৩৭৭	৩৪৪৬	১৩৫৬	৯৯৬	৬১৭৫
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	২০	২৬১	১৬২	২১৫	৬৫৮	২৮০	২৫৩১	৮৫১	৭৬৫	৪৪২৭
৪	অক্টোবর ২০২২	২০	১৮৯	১৪৫	৭৪	৪২৮	১২২	১১৯০	৪২৪	৫৯৬	২৩৩২
৫	নভেম্বর, ২০২২	১৪	২১৮	১৫৫	৮৯	৪৭৬	১৫৬	১২৭১	৩৪৪	৩৭৮	২১৪৯
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	১৭	১৯৮	১৮০	১৮৯	৫৮৪	৫৩	৮৭১	২৫৪	২১৭	১৩৯৫
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	১৪	২১৮	১৫৯	১৬৩	৫৫৪	৩৭	৫৯৬	১৯৫	১৬৩	৯৯১
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১৩	২৬৬	১৮৮	৩২২	৭৮৯	৩৪	৪৬০	১৭৪	১৩৯	৮০৭
৯	মার্চ, ২০২৩	১৩	২০৯	১৬৯	৩৫৯	৭৫০	১৯	৩৫৮	১৩২	২০১	৭১০
১০	এপ্রিল ২০২৩	২১	২৪০	১৭১	৪৩৯	৮৭১	২০	৩০৬	৬৫	৬৩	৪৫৪
১১	মে, ২০২৩	২২	২৫০	১৪২	৩২২	৭৩৬	৪০	৩৭২	২৪০	১৮৬	৮৩৮
১২	জুন, ২০২৩	৪৭	২০৭৬	৫৯৪	৬৮৭	৩৪০৪	৪৭	২০৭৬	৫৯৪	৬৮৭	৩৪০৪
	মোট	২৩০	৪৪২২	২৩১১	৩২৪২	১০২০৫	১৭৭১	১৭৭২৮	৬৩৮৫	৫৪৫৪	৩১৩৩৮

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

শ্রম আইন লঙ্ঘন, শাস্তি প্রদান, মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা সংশোধনের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বরাবর সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১১৪৮টি। এর মধ্য থেকে ৪৯৫টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)

ক্রমিক নং	মাসের নাম	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মামলা প্রদানের সংখ্যা						২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা						মামলা নিষ্পত্তি বাবদ জরিমানা আদায়
		কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের মামলা প্রদান সংক্রান্ত						কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত						
		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	শিশু শ্রমের মামলা	মোট মামলা (১+২+৩+৪+৫)	আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	শিশু শ্রমের মামলা	মোট মামলা (৭+৮+৯+১+০+১১)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	জুলাই, ২০২২	১০	১৭	১	১	০	২৯	০	১২	৩১	১৬	০	৫৯	৭৮৩০০
২	আগস্ট, ২০২২	৬	৭	৪	৯	৩	২৯	০	১৩	৬	১০	১	৩০	৭৫৫০০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৪	৩৬	৫	৫১	২	৯৮	০	৮	১২	১৫	০	৩৫	১০১০০০
৪	অক্টোবর, ২০২২	২	৭	১৮	১০	২	৩৯	১	৭	৬	১৩	০	২৭	১০২৫০০
৫	নভেম্বর, ২০২২	২	৬	২৮	৭	১	৪৪	১	৭০	৪৩	১৮	০	১৩২	২৩৪৩০০
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৩	১৭	১৪	১৮	২	৫৪	০	২	৩	৪	০	৯	৩০৫০০
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৯১	১০৬	৭৬	১৭২	৩	৪৪৮	০	৭	০	৫	১	১৩	২০০৩৯
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৩	৫৭	২৫	৪১	৪	১৩০	০	৭	১৮	১০	২	৩৭	৬৪৫০০
৯	মার্চ, ২০২৩	০	৫১	২১	৪৩	৩	১১৮	১	৯	১৭	১৪	০	৪১	১০৪৫২৮
১০	এপ্রিল, ২০২৩	৯	৩৪	৯	১২	২	৬৬	০	৩৩	২	২০	১	৫৬	৫৮০০০
১১	মে, ২০২৩	১৪	৪৩	৯	৮	২	৭৬	০	১৬	৮	৮	০	৩২	২০৬০০০
১২	জুন, ২০২৩	১	৭	৫	৩	১	১৭	০	২	১৭	৩	২	২৪	৮৮৫০০
	মোট	১৪৫	৩৮৮	২১৫	৩৭৫	২৫	১১৪৮	৩	১৮৬	১৬৩	১৩৬	৭	৪৯৫	১১৬৩৬৬৭

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ১(৪)-এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা শ্রমিকগণ বাদে সকল কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান 'পরিদর্শনযোগ্য কাজের জায়গা' বলে বিবেচিত। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত (হালনাগাদকৃত) অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ২,১৮,৩২১টি এবং নিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান এর সংখ্যা ৮১৩০৪টি।

আরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ২৪,২১,৫০০ জন এবং নন-আরএমজি সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ৩২,৫৪,৩৪০ জন।

নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত)

ক্রমিক নং	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান					নিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান				
		কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান		মোট (১+২+৩+৪)	কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (৬+৭+৮+৯)
		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ঢাকা	৫০	৩৫০০	৫৬০০০	৮০০	৬০৩৫০	৭৫০	২৬০০	২৮০০	১১০০	৭২৫০
২	চট্টগ্রাম	৬৭	২২৯	৫৫৯৭	৯১৮	৬৮১১	৯৭৮	৪০২৭	৪২৩২	১৯৯৭	১১২৩৪
৩	গাজীপুর	১০	২৮	১৭৫০	৭৭	১৮৬৫	১১৩০	১৫৪১	৬১০	১৬২	৩৪৪৩
৪	নারায়ণগঞ্জ	৩০	২২০	১২০০	৮০	১৫৩০	৫০০	৪৩০০	২০২৩	১০১০	৭৮৩৩
৫	মুন্সিগঞ্জ	০	৪২	৮১০	১৪	৮৬৬	০	৬৩৭	২২৮	৯৭	৯৬২
৬	নরসিংদী	০	৫০	৫০০	৪০	৫৯০	১৬	২৯৫৫	৫৪২	১০৪	৩৬১৭
৭	ফরিদপুর	০	৫০	৪০০	৬০	৫১০	১	৩৭৬	১৭৪	২৬১	৮১২
৮	টাঙ্গাইল	০	৪৫	৩০০০	৪৫০	৩৪৯৫	৮	১৪৯১	৬১১	৩৮৭	২৪৯৭
৯	ময়মনসিংহ	০	৭৬১	১৩৯৮	৫৬৫	২৭২৪	৭৬	২০৯২	১৬৮৭	১৬১৮	৫৪৭৩
১০	কিশোরগঞ্জ	০	৩৫	৪০০	১২০	৫৫৫	০	১১৫৯	৩৯০	৭২৬	২২৭৫
১১	কুমিল্লা	০	৭৩	৩০০০	২৭৮	৩৩৫১	৫	১০৭৯	৮১৫	৬৩০	২৫২৯
১২	রাজশাহী	০	৩১৬	১৮৯৫৭	৩০৩	১৯৫৭৬	২	৯০৩	৮৭৭	২২১	২০০৩
১৩	পাবনা	০	৭০	৮০০	৫০	৯২০	০	৭৫০	৭৭০	২৭০	১৭৯০
১৪	বগুড়া	০	৭৪	১৮১৭	১৯৬	২০৮৭	০	১২৮৭	৪৫৯	৪৭১	২২১৭
১৫	সিরাজগঞ্জ	০	১৪৭	১৫০০	৪৫	১৬৯২	১	১১৫০	৪৯৩	১৩২	১৭৭৬
১৬	রংপুর	০	১৫০	৬০০০০	৭০০	৬০৮৫০	৮	২১৬৪	১৫২৭	১৩৫৪	৫০৫৩

ক্রমিক নং	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	অনিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান					নিবন্ধিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান				
		কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান		মোট (১+২+৩+৪)	কারখানার সংখ্যা		দোকান ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা		মোট (৬+৭+৮+৯)
		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান		আরএমজি	নন-আরএমজি	দোকান	প্রতিষ্ঠান	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৭	দিনাজপুর	০	২০০	২০০০	১০০	২৩০০	০	১০৬৫	৪০৮	১৪৩	১৬১৬
১৮	খুলনা	০	৩০০	৫,৭৮৬	১,৫০০	৭৫৮৬	০	১৫৪৫	৬৮০	৭৮৮	৩০১৩
১৯	যশোর	০	২১৫	৫৭০৫	৬০৭	৬৫২৭	৯	১১৯১	৩৪২	৭০৫	২২৪৭
২০	কুষ্টিয়া	০	১২০	৩০০০	১৫০	৩২৭০	০	৯৯০	৪৫০	২৯০	১৭৩০
২১	সিলেট	০	৬০	২৯৩২	১২০	৩১১২	০	৭৮১	৪৫৯	৩১৬	১৫৫৬
২২	মৌলভীবাজার	৪	৮৯৮	৫২২	৩৫৫	১৭৭৯	০	২১	৫৭	৩৮	১১৬
২৩	বরিশাল	০	২৬০	২৭০০	৭৫০	৩৭১০	০	১১৬০	৭৫০	১৩৫০	৩২৬০
২৪	রাঙামাটি	০	১০৫	৩০৭৪	৩০২	৩৪৮১	১	৫১	১৭৬	১৭৪	৪০২
২৫	কক্সবাজার	০	২৬	৪২৭৫	৬৬৬	৪৯৬৭	০	১৯৯	১২৫	৩৩৪	৬৫৮
২৬	গোপালগঞ্জ	০	৯০	৫৫০০	২৫০	৫৮৪০	১	২২৪	১৫৫	২৫২	৬৩২
২৭	মানিকগঞ্জ	০	৭	২০০০	১০০	২১০৭	৪	৪৭২	৬৬	৮১	৬২৩
২৮	জামালপুর	০	১০৬	৬২৫	২২০	৯৫১	০	৪৫০	২১৭	৪০৩	১০৭০
২৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০	৫০	১৫০০	২৫০	১৮০০	০	৬২৮	২৬	৩০৯	৯৬৩
৩০	ফেনী	০	৬৭	৮২০	২৮০	১১৬৭	৭	৮৫৩	১৩০	৩৩১	১৩২১
৩১	নওগাঁ	০	১২১	১২৫১	৫৮০	১৯৫২	০	১০০৮	১৭০	১৫৫	১৩৩৩
মোট		**১৬১**	**৮৪১৫**	**১৯৮৮১৯**	**১০৯২৬**	**২১৮৩২১**	**৩৪৯৭**	**৩৯১৪৯**	**২২৪৪৯**	**১৬২০৯**	**৮১৩০৪**

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক

কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে আরএমজি ও নন আরএমজি খাতে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়	শ্রমিক সংখ্যা	
		আরএমজি	নন আরএমজি
১	ঢাকা	৬৬৪০০০	৮২৪০০০
২	চট্টগ্রাম	৪০৬৮৪২	২৯৬৮৬৭
৩	গাজীপুর	৯০৫২৪৯	৮২৮১০৫
৪	নারায়ণগঞ্জ	১৬৫০০০	৬০০০০
৫	মুন্সিগঞ্জ	০	৩১১৫৮
৬	নরসিংদী	১১৯১৩	১৪০২৮৬
৭	ফরিদপুর	৪৫০	১৮০২৫
৮	টাঙ্গাইল	২৩৭৬১	৯০৩২০
৯	ময়মনসিংহ	২১০০০০	৩০১৪৭৪
১০	কিশোরগঞ্জ	০	১৪৫১৬
১১	কুমিল্লা	৫০০০	৪৮৬১
১২	রাজশাহী	৭৮০	৩০০২৩
১৩	পাবনা	০	২২৮৬০
১৪	বগুড়া	০	৪০৩৭৯
১৫	সিরাজগঞ্জ	১২০০	৩৩৮৯৪
১৬	রংপুর	২৩৮৭	১০৫০০
১৭	দিনাজপুর	০	৩২০৭০
১৮	খুলনা	০	১৩৩১৯৩
১৯	যশোর	৫২৯২	৮২২৭২
২০	কুষ্টিয়া	০	৬৯১৪১
২১	সিলেট	০	৩৪৫৭৮
২২	মৌলভীবাজার	৪৯৪৬	১৬০৭১০
২৩	বরিশাল	০	৪৫৫৬৮
২৪	রাঙামাটি	১০৯০	৭৫৪৫
২৫	কক্সবাজার	০	৪৫০০
২৬	গোপালগঞ্জ	১৫০	১৬০০
২৭	মানিকগঞ্জ	১১২৯৪	৩৬৫৮৯
২৮	জামালপুর	০	১১০০০
২৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০	১৪৭০০
৩০	ফেনী	২১৪৬	১৩৭৭৮
৩১	নওগাঁ	০	২০৫৩৮
	মোট	২৪২১৫০০	৩২৫৪৩৪০

উৎস: মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, ডাইফ, ২০২৩

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিশুশ্রম নিরসনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রমজীবী শিশুদের শ্রম হতে প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিয়োগকর্তা, শ্রমিক সংগঠন এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) প্রণয়ন করেছে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ০১ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

- শিশুশ্রম নিরসনে মাঠ পর্যায়ে বিশেষ পরিদর্শনের সংখ্যা ৭৫৭৩টি
- বিভাগীয় শিশু শ্রম কল্যাণ পরিষদের আয়োজিত সভার সংখ্যা ১১
- জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি আয়োজিত সভার সংখ্যা ৬৯
- উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির আয়োজিত সভার সংখ্যা ১১০।

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই কর্মে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন-১৩৮ অনুসমর্থন করেছে এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৪৩ টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করেছে।

শ্রম পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে আটটি সেক্টরকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

শিশুশ্রমমুক্ত আটটি সেক্টর হচ্ছে:

১. ট্যানারি
২. জাহাজ ভাঙা শিল্প
৩. সিল্ক
৪. সিরামিক
৫. গ্যাস
৬. চামড়াজাত পণ্য
৭. আরএমজি (রপ্তানিমুখী শিল্প) এবং
৮. চিংড়ি শিল্প।

শিশুশ্রম নিরসন এবং আইনি পদক্ষেপ (সূত্রঃ DIFE ডেটাবেস)

অর্থবছর	নিরসনকৃত শিশুদের সংখ্যা	শিশুশ্রম সংক্রান্ত মামলা সংখ্যা
১	২	৩
২০১৪-২০১৫	-	৫৬
২০১৫-২০১৬	-	১১
২০১৬-২০১৭	৩৫৪	৯৬
২০১৭- ২০ ১৮	৩৭৫	৪৪
২০১৮- ২০১৯	১১৩২	৫৯
২০১৯- ২০২০	১১৪২	৯৮
২০২০- ২০২১	৫০৮৮	৯৮
২০২১-২০২২	৩৮৬২	৮২
২০২২-২০২৩	৩৪৭৪	২২
মোট	১৫৪২৭	৫৬৬

জুন, ২০২৩ পর্যন্ত শিশুশ্রম সংক্রান্ত ২০৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সমন্বয় করে ১২ জুন শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস প্রতি বছর পালন করে আসছে। এ দিবস উপলক্ষ্যে ১২ জুন, ২০২৩ তারিখে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ০৫ (পাঁচ)টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে এবং লিফলেট, পোস্টার ৩১টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরণ করা হয়েছে।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

শ্রম পরিদর্শন সার্ভিস সম্পর্কিত আইন ও বিধি

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ তে পরিদর্শন সার্ভিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত আইন ও বিধির উল্লেখ রয়েছে।

১) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩১৯ মোতাবেক পরিদর্শকগণ পরিদর্শন করতে পারে।

২) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ২১৫, ২১৬ মোতাবেক পরিদর্শকগণ শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন।

৩) এছাড়াও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩(ক) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি ৭,৮,৯,১০,১১,১২ অনুযায়ী ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করা হয়।

৪) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) এর ধারা ৩২৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর বিধি ৩৫৪ মোতাবেক কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ও নবায়ন প্রদান করা হয়।

৫) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ৩,৪,৫,৬ মোতাবেক যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়োগবিধির অনুমোদন দেয়া হয়।

কারখানা সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেইফটি ইউনিট (আইএসইউ) কর্তৃক সংস্কারমূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১। ক্যাটাগরি-১ এর ১৭৩ টি কারখানার বর্তমান অবস্থা

বন্ধ	ইউডি ক্যানসেল	সার্টিফিকেট প্রদান সংস্কার কার্যক্রম চলমান	(সংস্কার কাজ শতভাগ সম্পন্ন)	মোট
৩৩টি	২৯টি	৪৭টি	৬৪টি	১৭৩টি

২। ক্যাটাগরির ২ এর ৩৪৬টি কারখানার মধ্যে চালু কারখানার সংখ্যা ২২০টি এবং বন্ধ কারখানার সংখ্যা ১২৬টি।

৩। ক্যাটাগরির ৩ এর ১০৩০টি কারখানার মধ্যে চালু কারখানার সংখ্যা ৩৭৩টি এবং বন্ধ কারখানার সংখ্যা ৬৫৭টি।

এখানে উল্লেখ্য যে, আইএলও রোডম্যাপ অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ক্যাটাগরি-১ এর কারখানাগুলো সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কারখানাগুলোর সংস্কার কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে উপরে বর্ণিত ছক অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ক্যাটাগরি-২ এবং ক্যাটাগরি-৩ সহ যেসকল কারখানা সরকারি অর্থায়নে অ্যাসেসমেন্ট করা হয় তাদের সংস্কারমূলক কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে আইএলওকে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আইএলও কর্তৃক আরএমজিপি-২ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় কারখানা সংস্কারমূলক কাজের পর্যবেক্ষণ ধীরগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। ডাইফ এবং আইএলও এর মধ্যে পরবর্তী প্রকল্প চালু হলে উক্ত সংস্কারমূলক কাজ তদারকি করা সম্ভব।

সর্বোপরি, কারখানাগুলোর সংস্কারমূলক কাজ তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন সেইফটি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেট ও ব্যয়

অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বন্টন, কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, অফিস পরিচালনা ব্যয়, ক্রয় পরিকল্পনা, অডিট ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও ক্রয় ইত্যাদি বিষয় সম্পাদন করা অর্থ ও হিসাব শাখার মূল কাজ। এছাড়াও অধিদপ্তরের আর্থিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ এই শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের বিবরণী (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট খরচ	মন্তব্য
৩১	**কর্মচারীদের প্রতিদান**				
৩১১১১০১	মূলবেতন (অফিসার)	১৪৪০০০	১৪১০০০	১২০৭৬৬	
৩১১১২০১	মূলবেতন (কর্মচারী)	৫০৫০০	৪২০০০	৩০৫০৯	
৩১১১	নগদ মজুরী ও বেতন	১৬১২৮৫	১১৫০০৮৫	১৩,০৭,৮৪	
উপমোট		**৩৫,৫৭,৮৫**	**৩৩,৩০,৮৫**	**২৮,১০,২৯**	
৩২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার				
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৫৩৬২০	৬৪৪০০	৫২৮৯৬	
৩২৫	পণ্য ও সেবা	৮৪৪২০	৮১৮৪০	৭১৭৮৬	
উপমোট		**১৩,৮০,৪০**	**১৪,৬২,৪০**	**১২,৪৬,৮২**	
৩৮	আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেনীবদ্ধ নয়				
৩৮২১	উপমোট	২৫,০০	২৫,০০	১১,৯৫	
৪১	অআর্থিক সম্পদ				
৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৭৭৭৫	৭৯৩৬	৭৫৬৭	
উপমোট		**২,৭৭,৭৫**	**৭৯,৩৬**	**৭৫,৬৭**	
মোট		**৫২,৪১,০০**	**৪৮,৯৭,৬১**	**৪১,৪৪,৭৩**	
বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম		**০**	**১,৫০,০০**	**১,৪৯,৯০**	
সর্বমোট		**৫২,৪১,০০**	**৫০,৪৭,৬১**	**৪২,৯৪,৬৩**	বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের হার ৮৫%

উৎস: অর্থ ও হিসাব শাখা, ডাইফ, জুলাই, ২০২৩

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ মাসের লাইসেন্স বাবদ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের বিবরণী :

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ডাইফ।

২০২২-২৩ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট ৫,৭০,৩৮,১৯০/- (পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ আটত্রিশ হাজার এক শত নব্বই) টাকা আয় করেছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	মাসের নাম	কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়
০১	জুলাই, ২০২২	১,১৮,৯০,৫০২/-
০২	আগস্ট, ২০২২	৮৬,৬৫,৮৩৮/-
০৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৬১,৪৫,৬৬০/-
০৪	অক্টোবর, ২০২২	৩৬,২৫,৩৬৫/-
০৫	নভেম্বর, ২০২২	৪২,৪৩,৩০৪/-
০৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৩২,২১,৫২১/-
০৭	জানুয়ারি, ২০২৩	২৫,০৯,৯০৭/-
০৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	২৫,০২,৬৯৫/-
০৯	মার্চ, ২০২৩	২৫,২৮,৩৯৮/-
১০	এপ্রিল, ২০২৩	২০,৯৪,৬৮৯/-
১১	মে, ২০২৩	৩০,৭৪,১৫৭/-
১২	জুন, ২০২৩	৬৫,৩৬,১৫৪/-
মোট		**৫,৭০,৩৮,১৯০/-**

উৎস: অর্থ ও হিসাব শাখা, ডাইফ, জুলাই, ২০২৩

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

"কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)"-প্রকল্প

০১	প্রকল্পের নাম	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন (২য় সংশোধিত)
০২	প্রকল্প পরিচালক	ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব ফোন: ০১৭১৪১৩৩৪০৩, ই-মেইল: pd.imtiaz.mahmud@gmail.com
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
০৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
০৫	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৮৭৯১.০০ লক্ষ টাকা
০৬	প্রকল্পের মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন ২০২৫ খ্রি.
০৭	প্রকল্পের জনবল	প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে, সহকারী প্রকল্প পরিচালক পদে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং ২ জন কর্মচারী অনিয়মিত শ্রমিক ক্যাটাগরিতে নিয়োজিত।
০৮	ভৌত কাজ বাস্তবায়নাকারী	গণপূর্ত অধিদপ্তর, পেকু সার্কেল
০৯	অর্থায়নের উৎস	সম্পূর্ণ জিওবি
১০	প্রকল্পের স্থান	চট্টগ্রাম,যশোর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও ময়মনসিংহ (মোট ১৮টি জেলা)
১১	চলতি বছরে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট সংশোধিত বরাদ্দ: ২১৫০.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ২০৭৫.০০ লক্ষ টাকা) প্রকৃত অর্থছাড়: ১৮২৭.৫০ লক্ষ টাকা
১২	আর্থিক অগ্রগতি	৩০/০৬/২০২২ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ছাড়: ১৮২৭.৫০ লক্ষ টাকা ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়: ১৭৯৭.৭২ লক্ষ টাকা ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি: ৯৮.৩৭%
১৩	প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী	• DIFE আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ। • ১২টি জেলায় নতুন অফিস ভবন নির্মাণ ও ৬টি জেলায় বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ। • ০৪টি জেলাতে শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমিতে নতুন ভবন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। • ০৮টি জেলায় জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। • আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন/ মোটরসাইকেল ক্রয়। • নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (শ্রম আইন সম্পর্কিত ৮০টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ২টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ)।
১৪	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	**ক. বাস্তব কাজের অগ্রগতি** ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব কাজের যে অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে তা নিম্নরূপ: • ৪টি জেলায় (ময়মনসিংহ, রংপুর, মৌলভীবাজার ও বরিশাল) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কার্যক্রম শেষ হয়েছে; • ২টি জেলায় (ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে; যা সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে; • ৮টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ২টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণে কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে (পাবনা ও যশোর)। বাকী ৬টি জেলার ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। সকল জেলার অধিগ্রহণের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। • শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ৪টি জমি (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া) এবং নতুন অধিগ্রহণকৃত ২টি জমি- এই মোট ৬টি জমিতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে নতুন ভবন নির্মাণের দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। **খ. আর্থিক অগ্রগতি** প্রকল্পের অনুকূলে বিগত অর্থবছরে (২০২২-২৩) ১৮২৭.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়, যার মধ্যে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭৯৭.৭২ লক্ষ টাকা; যা মোট ছাড়কৃত অর্থের ৯৮.৩৭%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত) আর্থিক অগ্রগতি মোট ৩৪৬২.১৬ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের (১২.০২%) এবং ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ২৭.৭০%।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ প্রকল্প

০১	প্রকল্পের নাম	বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) চালুকরণ প্রকল্প
০২	প্রকল্প পরিচালক	মোঃ বুলবুল আহমেদ মোবাইল: ০১৭২৫-৯১৪৮৪১, ই-মেইল: lims.dife@gmail.com
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
০৪	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৫	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) মোট	৩৩৬৭.৫৭ লক্ষ টাকা।
০৬	প্রকল্পের মেয়াদ	০১ মে, ২০২২খ্রি. হতে ৩০ এপ্রিল, ২০২৫খ্রি.।
০৭	প্রকল্পের জনবল	প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং হিসাবরক্ষক কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন পদে ০৭ (সাত) জন জনবল নিয়োজিত রয়েছে।
০৮	অর্থায়নের উৎস	সম্পূর্ণ জিওবি
০৯	প্রকল্পের স্থান	সমগ্র বাংলাদেশ
১০	অর্থ বরাদ্দ এবং ছাড় সংক্রান্ত তথ্য	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা, প্রকল্পটি বি ক্যাটাগরি হওয়ায় ছাড়কৃত অর্থ ৪১৬.৫০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ৩৮৩.৯০, মুলধন- ৩২.৬০)।
১১	আর্থিক অগ্রগতি	৩০/০৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৪১৬.১৭ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯২%।
১২	প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী	(ক) শ্রমিকদের শ্রমিক সনাক্তকরণ নম্বর (LIN) ও সার্ভিস বুক ডিজিটালাইজডকরণে একটি লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এল.আই. এম.এস.) এর ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপস তৈরি। (খ) ৫,০০০ প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ এবং আরএমজি/টেক্সটাইল, ট্যানারি/লেদার, চা, শীপ ব্রেকিং, ফার্মাসিসিটক্যালস ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের ৩,০০,০০০ শ্রমিককে সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণ। (গ) ৩ লক্ষ শ্রমিককে আইডি কার্ড প্রিন্ট ও বিতরণ।
১৩	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সফটওয়্যার প্রস্তুতের নিমিত্ত এসআরএস চূড়ান্ত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৮%।

‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন’-প্রকল্প

০১	প্রকল্পের নাম	‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন’
০২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
০৪	প্রাক্কলিত ব্যয়	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ১৪১২৫.০৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ।
০৫	প্রকল্প মেয়াদ	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি. হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত।
০৬	প্রকল্পের অবস্থান	তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

০৭	প্রকল্প পরিচালক	ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।
০৮	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	সেনা কল্যাণ সংস্থা, এসকেএস টাওয়ার, ৭, ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬। পএবিক্স-৮৮-০২-৯৮৯০৮১৯, ইমেইল: info@senakalyan.com এস কে এস-এর পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: কর্নেল মোঃ আরেফিন তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক, আর এন্ড আইসিটি, ডিপিএম সেল, মহাখালী, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৬৯০৫৬৩৮০ মেইল: dgrict@senakalyan.com
০৯	জমি অধিগ্রহণ	নেই।
১০	প্রকল্পের যানবাহন	প্রকল্পে ১৩টি গাড়ীর ক্রয়ের সংস্থান রাখা আছে। ইতোমধ্যে একটি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।
১১	প্রকল্পের জনবল	প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্বে ডাইফ থেকে ৬ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদায়নের সুযোগ আছে কিন্তু মাত্র ২জন কাজ করছেন।
১২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	শিল্প কারখানয় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। এছাড়া পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মালিক শ্রমিক সকলকে পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
১৩	ভবন নির্মাণ বিষয়ক	'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠার পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার সহিত ডিপিএম পদ্ধতিতে ভবনের পূর্ত কাজ, স্যানিটারি, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি কাজের চুক্তি হয়। গত ০৬/০২/২০১৯ তারিখে সেনা কল্যাণ সংস্থা রাজশাহীর তেরখাদিয়াতে নির্মাণ কাজ শুরু করে। একাডেমিক ভবন বাদে প্রকল্পে মহিলা হোস্টেল, পুরুষ হোস্টেল, টিচার্স কোয়ার্টার, ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার, ব্যাচলর কোয়ার্টার, ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার, ডাইরেক্টর বাংলো, প্রিন্সিপাল বাংলো ইত্যাদি ভবনসমূহের ভবনের ফিনিশিং কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
১৪	আর্থিক বিষয়ক	২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৫৩৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ প্রদান করা হয়। তবে এই অর্থবছরে ১৫৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা বরাদ্দের ২৯%। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সময় বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন থাকে। বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমাপনান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভাতে প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব চলমান থাকায়, উক্ত অর্থবছরে কোন অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়নি এবং কোন অর্থ ব্যয় হয়নি।

বছরভিত্তিক বরাদ্ধ ও ব্যয় বিবরণ **(লক্ষ টাকায়)**

অর্থবছর	বছরভিত্তিক ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
২০১৮-১৯	২১.৬৯	২১.৬৯	১৫.৩৬	০৯.০০
২০১৯-২০	২২.০৬	৪৩.৭৫	৩০.৯৭	২৫.০০
২০২০-২১	১৪.০৮	৫৭.৮৩	৪০.৯৪	৪৩.০০
২০২১-২২	১৫.৬০	৭৩.৪৮	৫১.৯৯	৫৩.০০

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) এর সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের Industrial Safety Unit (ISU)-কে ১১ জন প্রকৌশলীসহ মোট ১৩ জন জনবলের মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রোডম্যাপ রিভিউ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন এবং ILO Roadmap ও EU Action Plan for Bangladesh labour Sector এর সাথে সমন্বয়করণ কর্মশালা।
- লিমা রিভিউ ওয়ার্কশপ আয়োজন ও RTM কে Functional করার জন্য কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা রিভিউ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন এবং সুপারিশমালা প্রণয়ন।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মরত ৬০ জন কর্মকর্তার ০২ (দুই)টি ব্যাচে ৬০ দিনের (দুইমাস) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
- Labour Inspection policy রিভিউ বিষয়ক সভা আয়োজন এবং Labour Inspection policy রিভিউ এবং ড্রাফট প্রস্তুতকরণ।
- Industrial Safety Unit (ISU) Operations (প্রশাসনিকসহ) বিষয়ক সকল কার্যক্রম এবং সংস্কার ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা ও কর্মশালা আয়োজন (RTM, Donors meeting and stakeholders meeting, Inter departmental & Coordination meeting with representative of ILO, DIFE ও RSC monitoring বিষয়ক সভা etc)
- সংস্কার কাজ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে মালিক প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে নিয়মিত সভা আয়োজন।
- স্ট্র্যাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক্যাল টাস্কফোর্সকে লজিস্টিকস এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদান।
- ফ্যাক্টরী ভিজিট (CVV, CCVV, Follow up etc) ও National Initiative- এর আওতাধীন সকল কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কার তদারকি
- বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা সভা (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, এফএসসিডি, রাজউক, বৈদুতিক বোর্ড বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি)
- SoP for ISU সংক্রান্ত মিটিং ও খসড়া প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা।
- জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলে কর্মশালা আয়োজন এবং National OSH Council এর সদস্যদের orientation এবং OSH Council এর সভা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৩ উদযাপন ও ক্যাম্পেইন বিষয়ক সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- OSH Kit and Safety Committee training Manual review বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন, মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্টদের বিতরণ।
- Digitalization of Labour information বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন
- Labour Inspection Report (FY-2021-2022) এর খসড়া প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন এবং ওয়েবসাইটে আপলোডিং, মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্টদের বিতরণ।
- অনুমোদিত SoP- সমূহ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে রিভিউ কর্মশালা আয়োজন এবং মুদ্রণ (ইংরেজি ও বাংলা) ও সংশ্লিষ্টদের বিতরণ।
- NOSHTRI এর আওতায় ১৫ দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০২৩ উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- OSH Expert Database প্রস্তুতকরণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।
- ILO Convention এর বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জেন্ডার রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সভা আয়োজন।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

ডেনমার্ক সরকারের সহযোগিতায় সম্পাদিত কার্যক্রম

বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে "Improving the Health and Safety of Workers in Bangladesh through the Strengthening of Labour Authorities"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

১. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য পাঁচ (০৫)টি সেক্টরভিত্তিক ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি এবং পাইলটিং-এর কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যথা:

   ক. রিরোলিং শিল্প

   খ. খাদ্য শিল্প

   গ. চামড়া ও পাদুকা শিল্প

   ঘ. ট্যানারি শিল্প

   ঙ. রাসায়নিক ও প্লাস্টিক শিল্প

২. ডেনিশ ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অথরিটি (DWEA) এবং ডেনিশ হেল্পলাইন নিয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পাঁচ জন কর্মকর্তা ডেনমার্ক সফর করেছেন। এছাড়াও, ডেনিশ পরিদর্শকগণ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং হেল্পলাইন পরিচালনায় কারিগরি পরামর্শ প্রদান করেছেন।

৩. বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে সহযোগিতার তৃতীয় ধাপের কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে পূর্বপরিকল্পনা এবং প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের তৃতীয় ধাপকে সামনে রেখে মেশিনারি সেফটি, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, রাসায়নিক নিরাপত্তা, নির্মাণখাতের নিরাপত্তা, আরগোনোমিক্স, বয়লার এবং প্রেসার ভেসেল, শ্রমবান্ধব ডায়লগ এবং ক্রেন ও অন্যান্য উত্তোলক যন্ত্র সম্পর্কিত ৮টি টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে DIFE 2 DIFE প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে শ্রম পরিদর্শকগণের সক্ষমতা বিকাশে সহায়ক হবে।

জিআইজেড-এর সহযোগিতায় চলমান কার্যক্রমের তথ্য

প্রকল্প ১:

১। **প্রকল্পের শিরোনাম:** তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা (Social Protection for Workers in the Textile and Leather Sector)

২। **প্রকল্পের মেয়াদকাল:** জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬

৩। **প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ:** জার্মান সরকার, আনুমানিক ৭০১৯.৬ লক্ষ টাকা (৭ মিলিয়ন)

৪। **প্রকল্পের এলাকা/আওতা:** টেক্সটাইল ও চামড়া শিল্প

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং জিআইজেড

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- ইআইএস পাইলটের সফল বাস্তবায়নে অবদানের পাশাপাশি তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মালিকপক্ষের-অর্থায়নে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার একটি ক্ষতিপূরণ স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক লিখিত সমঝোতায় পৌঁছানো।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি ডিজিটাল শ্রমিক ডাটাবেজ (শ্রমিকদের তথ্যশালা) তৈরি করা যা সামাজিক বীমা ব্যবস্থায় শ্রমিকদের নিবন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হবে।
- সামাজিক বীমা স্কিম বাস্তবায়নের জন্য ৪টি গবেষণা পরিচালনা করা।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

৭। **৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি:**

- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক লিখিত সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- গত ২১ জুন ২০২২-সনের পর থেকে শতভাগ রপ্তানিমুখী RMG সেক্টরে কর্মরত সকল শ্রমিক যারা কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হবেন সেই সকল শ্রমিক এবং যারা মৃত্যুবরণ করবেন, তাদের পরিবারের (ডিপেন্ডেন্টের) জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পাইলট প্রকল্পের আওতায় তাদেরকে পেশাগত আঘাত ও মৃত্যুজনিত আয়ের ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিল হতে একটি নির্দিষ্ট প্রাপ্ত অর্থ ছাড়াও অতিরিক্ত হিসাবে মাসিক আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে, যা আন্তর্জাতিক শ্রমমানের (ILO Convention 121) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- ইতোমধ্যে কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত ৪ জন শ্রমিকের ডিপেন্ডেন্টকে বর্ণিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য EIS পাইলট প্রকল্পের গভর্নেন্স বোর্ড-এর সাবকমিটির সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তী সভার জন্য কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে আংশিক অক্ষম ৬ জন শ্রমিক ও ৯ জন মৃত শ্রমিকদের ডিপেন্ডেন্টদেরকে নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। স্থায়ীভাবে আংশিক অক্ষম ৬ জন শ্রমিকের অক্ষমতা যাচাই এর কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রেতা/ব্র্যান্ডরা স্বেচ্ছায় এবং সাময়িক ভিত্তিতে/অন্তবর্তীকালীন সমাধান হিসেবে টপ-আপ বেনিফিট প্রদানের জন্য ই.আই.এস পাইলটকে অর্থায়ন করছে।
- বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস পণ্য সোর্স করে এমন ১৫ টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (EIS) এ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

প্রকল্প ২:

১। **প্রকল্পের শিরোনাম:** Good Working Conditions in Tanneries in Bangladesh

২। **প্রকল্পের মেয়াদকাল:** ০১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

৩। **প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ:** জার্মান সরকার, ৪ মিলিয়ন ইউরো/৪৭৩৩.০৯ লক্ষ টাকা (প্রায়)

৪। **প্রকল্পের এলাকা/আওতা:** ট্যানারি শিল্প

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নকারী:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সেফটি উন্নয়নের জন্য ট্যানারির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা।

৭। **কাজের অগ্রগতি:**

ক। ট্যানারি সেক্টরের মূল অংশীজনদের সাথে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শের মাধ্যমে 'Joint Activities Plan' প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ। ট্যানারি সেক্টরের 'Market System Analysis on OHS' সম্পন্ন হয়েছে।

গ। ২৩ টি ট্যানারিতে 'Capacity Development Needs Assessment' পরিচালনা করা হয়েছে।

ঘ। ট্যানারি সেক্টরের অংশীজনদের নেটওয়ার্ক 'লেদার ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (LDF)' গঠন করা হয়েছে।

ঙ। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে ট্যানারি সেক্টরের OSH সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ভিয়েতনামে একটি স্টাডি ট্যুর পরিচালিত হয়েছে।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

ইনোভেশন ও ডিজিটাল সেবা বিষয়ক কার্যক্রম

সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। তারই অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

Labour Inspection Management Application (LIMA)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's charter) অনুযায়ী বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদান করে আসছে। তন্মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইনের বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন প্রদান, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরিবিধি অনুমোদন, শ্রমিকগণের চাকুরি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি উল্লেখযোগ্য। এইরূপ নাগরিক সেবা ছাড়াও এই অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকার দাপ্তরিক সেবা প্রদান করে থাকে। এসকল নাগরিক সেবা ও দাপ্তরিক সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর একটি কর্মসূচির অধীনে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের অর্থ সহায়তায় Labour Inspection Management Application (LIMA) নামক একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নির্মাণ করেছে। পরবর্তীতে জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (GIZ) এর অর্থ সহায়তায় এই অ্যাপ্লিকেশনটির একটি উন্নত সংস্করণ তৈরি করা হয় এবং ১ জুন, ২০২২ তারিখ হতে তা কার্যকর করা হয়। এই ডিজিটাল সেবাটি নাগরিক এবং দাপ্তরিক উভয় ধরনের সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

লিমা (https://lima.dife.gov.bd) ৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। লিমা ব্যবহারের মাধ্যমে অধিদপ্তরের তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজ হয়েছে। এই ডিজিটাল সেবার ব্যবহার প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করে, তাই এটি স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতার জন্য সহায়ক। লিমা প্রবর্তনের ফলে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ অনলাইনে কারখানার লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন পরিষেবা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও, পেশাগত দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধির প্রতিবেদন, সেইফটি কমিটির তথ্য অনলাইনে জমা দিতে পারবেন। শ্রমিকরা অনলাইনে অভিযোগ জমা দিতে পারেন এবং অভিযোগ প্রতিকারের অবস্থা যাচাই করতে পারেন। নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, যেমন: শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, নিবন্ধনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা লিমা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

লিমা ব্যবহার করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৪,৮১০টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে নিয়মিত পরিদর্শন ১৯,৪৫১টি এবং বিশেষ পরিদর্শন ৫,৩৫৯টি। একই সময়ে ৫১০৭টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নতুন লাইসেন্স লিমার মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে, ১৫৪৯টি কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন লিমার মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৩১৩টি লাইসেন্সের নবায়ন অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, ৬০৮টি অভিযোগ লিমার মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

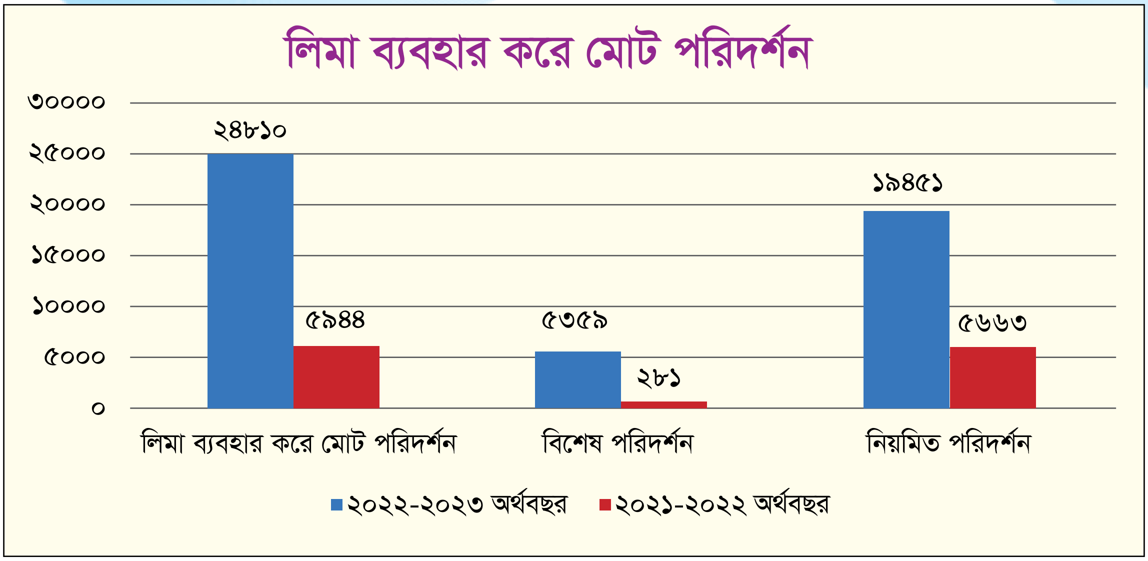

লিমার মাধ্যমে সম্পন্নকৃত মোট পরিদর্শন, ২০২২-২০২৩ অর্থবছর এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছর

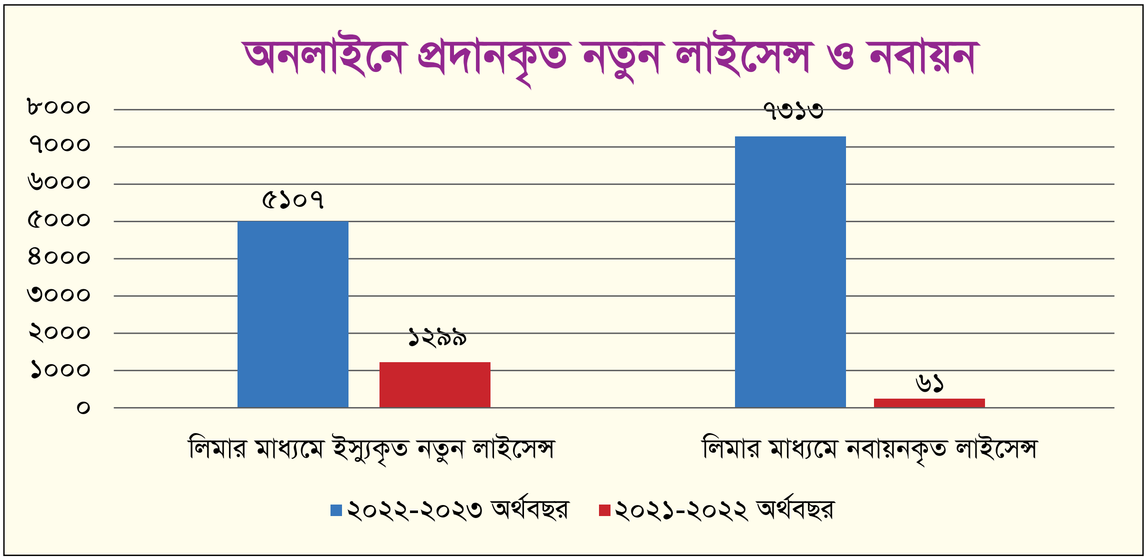

লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন, ২০২২-২০২৩ অর্থবছর এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছর

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

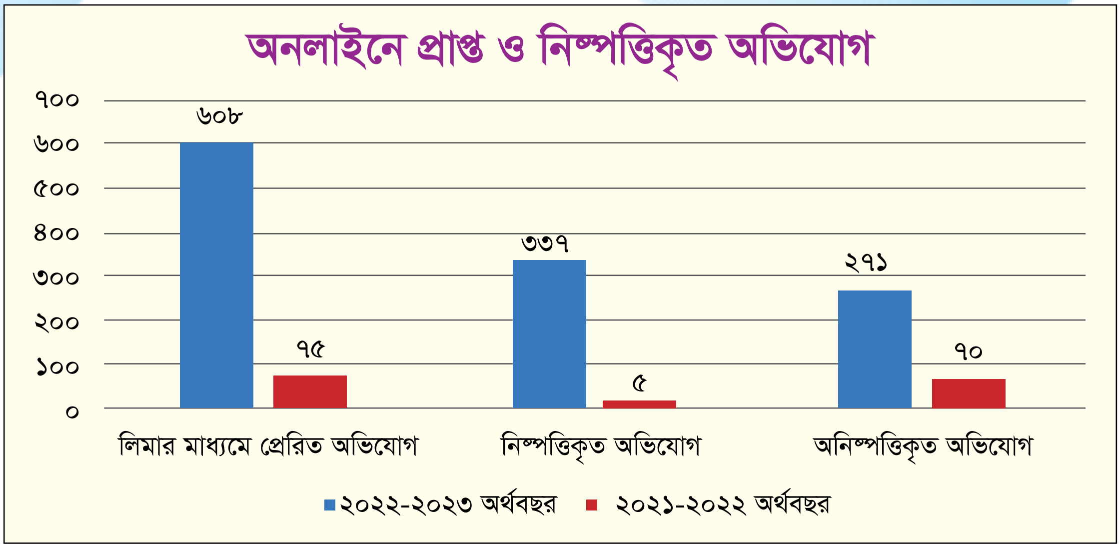

লিমার মাধ্যমে প্রাপ্ত ও নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ , ২০২২-২০২৩ অর্থবছর এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছর

ই-নথি/ডি-নথিঃ

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৩ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

উল্লেখ্য, ২৭ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ হতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডি-নথি চালু করা হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ২২টি জেলা কার্যালয়সহ মোট ২৩টি কার্যালয় ডি-নথিতে কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ের ই-নথি/ডি-নথি ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

কার্যালয়ের নাম	ডাক থেকে সৃজিত নোট নিষ্পত্তি	নোটে নিষ্পন্ন	পত্র জারিতে নিষ্পন্ন নোট	মোট নিষ্পত্তিকৃত নথি	পত্রজারি
প্রধান কার্যালয়	৩৮৮	২৫২২	৩৯৪৩	৬৮৫৩	৬৯০১

প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণঃ

৭ মার্চ ২০১৫ সাল থেকে জাতীয় তথ্যবাতায়নের অংশ হিসেবে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুশাসন শাখার নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসনের ৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five accountability tools) তথা **জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার** সংক্রান্ত তথ্য ও সংশ্লিষ্ট লোগো (logo) নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের তথ্যবাতায়নে হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া সেবাসহজীকরণের অংশ হিসেবে তথ্যবাতায়ন অধিকতর তথ্যবহুল ও ব্যবহারকারীবান্ধব করা হয়েছে। নিম্নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরের তথ্যবাতায়ন (www.dife.gov.bd) হালনাগাদের একটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

ক্রমিক	তথ্যবাতায়ন কনটেন্ট-এর নাম	আপলোডের সংখ্যা
০১	অফিস আদেশ	১৬৪টি
০২	ইনোভেশন কর্নার	১৯টি
০৩	কর্মকর্তাবৃন্দ (তথ্য হালনাগাদ)	৫৮টি
০৪	খবর	১৫টি
০৫	টেন্ডার	১২টি
০৬	নোটিশ	৫৯টি
০৭	প্রকাশনা	০৮টি
০৮	প্রেস রিলিজ	০৩টি
০৯	ফটোগ্যালারি	০৩টি
১০	বার্ষিক প্রতিবেদন	০১টি
১১	বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন	৭৮টি
১২	ব্যানার	০৯টি
১৩	সভার কার্যবিবরণী	৩২টি
১৪	সর্বশেষ খবর	২৫টি
১৫	নতুন সেবাবক্স	০৩টি
১৬	হোম স্লাইডার	১৯টি
১৭	বিভিন্ন প্রতিবেদন (পাতা)	২৬টি
১৮	অনাপত্তি পত্র (পাতা)	৮৭টি

এছাড়াও, অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে অধিদপ্তরের বাজেট, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রকল্প, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) ইত্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মকাণ্ডঃ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ' এবং 'প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি'-এ দুইটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের আওতায় সর্বমোট ০৬টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম কর্তৃক 'ঠিকাদার সংস্থার (outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও সংশোধন' শীর্ষক সেবাটি সহজীকরণ ও ডিজিটাইজেশনের জন্য গৃহীত হয়। ধারণাটির বাস্তবায়নের জন্য ৩০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জুন, ২০২৩ হতে সেবাটির ওয়েব লিংক পরীক্ষামূলকভাবে অধিদপ্তরের তথ্যবাতায়নে প্রদান করা হয়। ডিজিটাইজকৃত সেবাটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে প্রদান করা হলো:

এটি একটি ওয়েবভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রার্থীগণ ঠিকাদার সংস্থার (outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও সংশোধন সেবাটি অনলাইনে নিতে পারবেন।

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের ফলে সময়, খরচ ও যাতায়াতের (TCV) ক্ষেত্রে যেসকল সুফল পাওয়া যাবে:

বিষয়	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	৩০-৪৫ দিন	১৫-২৫ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	-	নাগরিকের যাতায়াত খরচ, স্টেশনারি খরচ কমবে, দাপ্তরিক খরচ কমবে।
যাতায়াত	ন্যূনতম ৩ বার	১ বার
ধাপ	৬টি	৪ টি
জনবল	৮ জন	৫ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	সর্বোচ্চ ২০ ধরনের	একই থাকবে

চিত্র: হোমপেজ

চিত্র: ঠিকাদার সংস্থার (outsourcing) অনলাইনে লাইসেন্স ও নবায়ন

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

এছাড়াও, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

১। ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডেটাবেজ তৈরি করা হয় এবং সেবাসমূহ চালু রাখার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

২। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ০২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয় এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়;

৩। ই-নথি ব্যবহার বৃদ্ধি ও তথ্য বাতায়ন হালনাগাদের কার্যক্রম জোরদার করা হয়;

৪। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়;

৫। একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের জন্য দেশের ভেতর শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

চিত্র: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে কর্মশালা

চিত্র: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

ডাইফ হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অভিনব ও জনবান্ধব সেবার নাম 'ডাইফ হেল্পলাইন'। টোল ফ্রি নম্বর ১৬৩৫৭ এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিনামূল্যে শ্রম বিষয়ক অভিযোগ দাখিল এবং শ্রম সম্পর্কিত আইনগত পরামর্শের জন্য ডাইফ হেল্পলাইন কার্য পরিচালনা করে থাকে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি, হেল্পলাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের হেল্পলাইনের মাধ্যমে মোট ১৩০৭টি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ১২১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

হেল্পলাইনে কি ধরনের অভিযোগ করা যায়:

১। বেতন/মজুরি পাওনাদি ২। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ৩। অন্যায়ভাবে বরখাস্ত ৪। সার্ভিস বেনিফিট ৫। সেইফটি সংক্রান্ত ৬। কর্মক্ষেত্রে বিরোধ ৭। কর্মঘণ্টা ও ছুটি ৮। এছাড়াও শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য অভিযোগ।

LIMA Apps- এর মাধ্যমে হেল্পলাইনের কার্যক্রম:

LIMA Apps-এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ফরমে তথ্য পূরণের মাধ্যমে অভিযোগ সংরক্ষণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় অভিযোগটি তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগকারী একটি সনাক্তকরণ নম্বর প্রাপ্ত হন এবং অভিযোগ সম্পর্কিত বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলে সনাক্তকরণ নম্বরের মাধ্যমে অভিযোগের হালনাগাদ অবস্থা জানতে পারেন। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শকগণ অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করেন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য অ্যাপে ইনপুট দেন।

হেল্পলাইনে অভিযোগ বিষয়ক কর্মসম্পাদনরত শ্রম পরিদর্শকগণ

তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১০ অনুসারে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। এই বিধান বাস্তবায়ন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ:

প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবি, কর্মস্থল	দায়িত্ব
০১	মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০২	মোঃ ফরহাদ মাহমুদ সোহাগ, সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ), প্রধান কার্যালয়	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০৩	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	আপীল কর্তৃপক্ষ

অধিদপ্তরের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবি ও কর্মস্থল	দায়িত্ব
০১	স্ব স্ব উপমহাপরিদর্শক (৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০২	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	আপীল কর্তৃপক্ষ

তথ্য অধিকার বিষয়ক আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৫৩টি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল আবেদন বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ডাইফ

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে গৃহীত “২০৩০ এজেন্ডা” এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে।

অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের বড় চ্যালেঞ্জ। এটি হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে যেমন: দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃত।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর আওতায় ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি টার্গেট এবং ২৩১টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট-৮ বাস্তবায়নের দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। এসডিজি'র ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ৩টি টার্গেটের (৮.৫, ৮.৭, ৮.৮) বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লিড মন্ত্রণালয় হিসাবে কাজ করছে। এই ৩টি টার্গেটের বিপরীতে মোট ৫টি ইন্ডিকেটর (৮.৫.১, ৮.৫.২, ৮.৭.১, ৮.৮.১, ৮.৮.২) রয়েছে।

সূচক ৮.৮.১: ‘জেন্ডার ও অভিবাসীর অবস্থানভেদে পেশাগত কাজে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল সংখ্যা, এমন হতাহতের ঘটনার হার’: বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল হতাহতের বিষয় বড় ধরনের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এমন হতাহতের ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে ২০১৫ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ফ্যাটাল বা নন-ফ্যাটাল দুর্ঘটনার হার কমেছে। ২০১৫ সালে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল হতাহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮২টি ও ২৪৬টি। ২০২২ সালে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল হতাহতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬৪ টি ও ৯৯টি। পূর্বের বছরগুলোর তুলনায় ফ্যাটাল বা নন-ফ্যাটাল দুর্ঘটনার হার কমেছে।

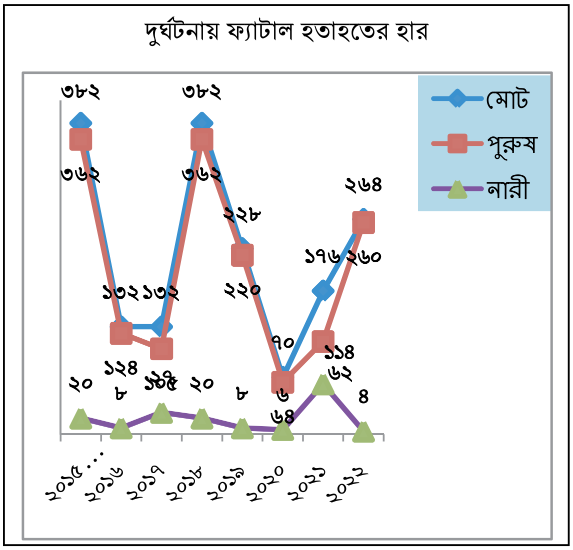

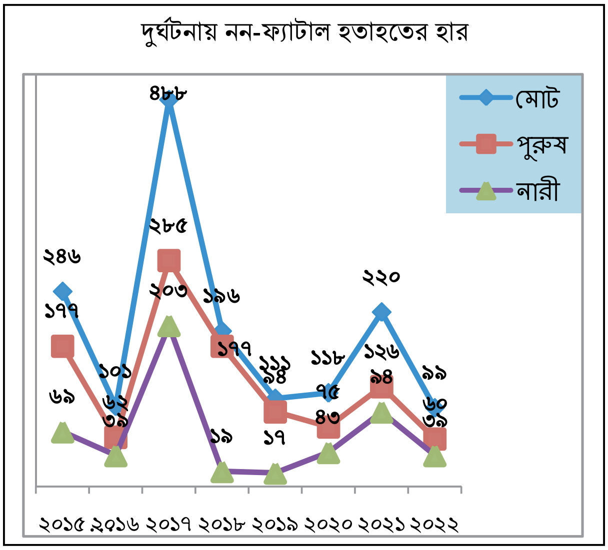

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম সূচক-লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে, পেশাগত কাজে ফ্যাটাল ও নন-ফ্যাটাল ঘটনার হার কমাতে হলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার হার হ্রাসের বিকল্প নেই। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনার হার তথা হতাহতের পরিমাণ হ্রাসকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে বদ্ধপরিকর। এজন্য প্রয়োজন সরকার, মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন কর্মক্ষেত্রে হতাহতের হার হ্রাস করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে এবং শ্রমখাতসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত করবে।

ফটোগ্যালারি

মহান বিজয় দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য প্রদান করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২১.১২.২২)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি (২৮.০৪.২৩)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ (২৮.০৪.২৩)

জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলের ১২তম সভায় "বাংলাদেশে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় প্রোফাইল"-এর মোড়ক উন্মোচন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২২.০১.২৩)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল (২২.০৮.২০২২)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি শ্রমিকদের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করছেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ এর সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

NOSHTRI আয়োজিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক তিন সপ্তাহের সার্টিফিকেট কোর্স-এর সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান (১১.০৭.২৩)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

Labour Inspection Management Application (LIMA)-বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সঙ্গে প্রশিক্ষানার্থীগণ (০১.০৯.২০২৩)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৫.০৮.২০২২)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ এর মোড়ক উন্মোচন (২৪.১০.২০২২)

৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসংক্রান্ত কর্মশালা (২৬.১০.২০২২)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

শ্রমিক, মালিক ও সরকার, ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে শ্রম অসন্তোষ নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম (২৬.১০.২০২২)

ফাউন্ডেশন ট্রেনিং-ব্যাচ-১০ এ প্রথম স্থান অর্জনকারীকে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক জনাব মিনা মাসুদ উজ্জামান (১৭.১১.২০২২)

বিডা'র সম্মেলন কক্ষে কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনা রোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫২০৬টি কারখানার সমন্বিত পরিদর্শনে প্রাপ্ত লঙ্ঘনসমূহের সংশোধনীমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৮.০২.২০২৩)

শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গণশুনানি (২৭.০৩.২০২৩)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ড. হাসান মাহমুদ, এমপি-এর নিকট থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ক সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র গ্রহণ করছেন উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান।

সীতাকুণ্ডস্থ সীমা অক্সিজেন লিমিটেড কারখানায় দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিক পরিবার ও আহত শ্রমিকদের মাঝে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ (০৪.০৩.২০২৩)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সিলেটে আলী বাহার চা বাগান এবং লাক্কাতুরা চা বাগানের ২১৭ জন চা শ্রমিকদেরকে মালিকপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

যশোর মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যশোর জেলার বিভিন্ন মসজিদের ঈমামগণের সাথে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা।

পঞ্চগড়ে পাথরভাঙ্গা শিল্পে মালিক ও শ্রমিকদের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা (১২.১১.২০২২)

টাঙ্গাইলে বিসিক শিল্প এলাকার সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন

১৬৩৫৭

(টোল ফ্রি)

শ্রম সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগের জন্য ডায়াল করুন ১৬৩৫৭ (টোল ফ্রি)

নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ

নির্মাণাধীন জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ভবন, ১৯৬ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০